DEC. 20 2000

তারিখ ...
পৃঃ ... কলাম ...

পাঠ্যবই প্রকাশে দুর্নীতির তদন্ত ও জড়িতদের শাস্তি দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক, মুদ্রণ ও বিপণন সমিতির নেতারা বলেছেন, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কতিপয় দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তার স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়েই এবার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সময়মতো বই পাবে না। সব নিয়মনীতি ও শর্ত ভঙ্গ করে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে সব কাজ দেয়ার বিষয়টি তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য তারা সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান। গতকাল বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে নেতারা এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিক্ষা সমিতি ও বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রক এবং বিপণন সমিতির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ রাব্বানী জব্বার, মোহাম্মদ আবু তাহের, ওসমান খান, নাগিবুল ইসলাম দীপু, শাহ আলম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা পরস্পর যোগসাজশে যে অপকর্ম করেছে তা ঢাকার জন্য এখন মুদ্রণ শিল্প সমিতির ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, যারা কোনদিন বোর্ডের বই ছাপেনি, যাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এবং যাদের ৮ কোটি বই ছাপার কোন ধরনের যোগ্যতা নেই এমন প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিয়ে বোর্ড এবার ন্যক্কারজনক নজির স্থাপন করল। তারা বলেন, প্রতি বছর যেখানে ৩ থেকে সাড়ে ৪শ' প্রেস এই পুরো কাজ করে থাকে সেখানে বেক্সিমকোর পুস্তকা, ফ্রি প্রেস ও শুকতারার মতো ছোট প্রেস কি করে পুরো কাজ পায় তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখতে হবে। আর ইতিমধ্যেই বোর্ডের দেয়া সব শর্ত ভঙ্গ ও নির্ধারিত তারিখে কাজ শেষ করতে পুস্তকা ব্যর্থ হলেও অজ্ঞাত কারণে বোর্ড তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। আর এ অবস্থায় দেশের ৯৫ হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সোয়া ২ কোটি ছাত্রছাত্রীর পাঠ্যবই পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

নেতারা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, গত ৭ ডিসেম্বর একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যে বক্তব্য দিয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সমিতিগুলো জোটবদ্ধভাবে ৫০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে তথ্যটিও সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ৩টি বিভাগের প্রাইমারি স্তরের বই ছাপার জন্য এডিবি ৬ কোটি টাকা ও বিশ্বব্যাংক ৩টি বিভাগের জন্য সাড়ে ৬ কোটি টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যা সরকার গ্রহণ করেনি। তারা বলেন, এবার বেক্সিমকো কম দরে কাজ নিয়েছে– এ প্রচারণাও মিথ্যা। কারণ, গত বছর মুদ্রণ বাঁধাই ও পরিবহন খরচসহ মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৩২ টাকা। এবার ধরা হয়েছে ১৩৩ টাকা।